Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার হক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মম নূর

রোলঃ ২১৫০০১৫৮৩

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার হক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মম নূর

রোলঃ ২১৫০০১৫৮৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা-মাতার হক" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মম নূর, আইডিঃ ২১৫০০১৫৮৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতার হক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Momo Noor

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

মম নূর

আইডিঃ ২১৫০০১৫৮৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখিকার কলাম	৫
ভূমিকা	৬
ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান	৭
পিতা-মাতার গুরুত্ব	১০
পিতা-মাতা হলেন ইসলামী পরিবারের মূল কাঠামো	১১
পিতা-মাতার হক	১৪
পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের দুটি পর্যায়	১৮
পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৩
অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার	২৯
যেমন ছিল সাহাবায়েগণ পিতা-মাতার হক আদায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল	৩১
আধুনিক যুগে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের আচরণ	৩৪
বর্তমান সময়ে পিতা-মাতার প্রতি আদব সমূহ	৩৬
পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও পরিণাম	৪০
পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণে কতিপয় সওয়াব	৪৩
পিতা-মাতার প্রতি নিত্য প্রয়োজনীয় দুআ	৪৬
শেষ কথা	৪৯

লেখিকার কলাম

ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সাধন সম্ভব যা পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব পালন থেকে শুরু হয়।পারিবারিক জীবনের তত্ত্বাবধায়ক যদি ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তবেই শান্তিপূর্ণ বসবাস অনিবার্য ও অবধারিত।এই সুন্দর, শান্তিপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার হক সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরী।

পিতা-মাতা ও সন্তান যদি নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়,তাহলে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে উঠে।আর পরিবার গড়ে উঠলে ইসলামী সমাজ বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে।

আমি আল্লাহ তা'আলার এক অধম বান্দা।সকল শুকরিয়া মহান আল্লাহর যিনি আমাকে ‘‘পিতা-মাতার হক’’ এই ব্যাপারে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছেন। আলহামদুল্লিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুল্লিল্লাহ।।

এই গবেষণাপত্রে ‘‘পিতা-মাতার হক’’ এর বিষয়ে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সবাই দুআ করবেন যেন মহান আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবূল করেন।

কোন ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার পর আমাকে জানালে ইনশাআল্লাহ শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

ভূমিকা

মানব জাতির ইতিহাসে পরিবার হলো একটি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠান।ইসলামী পরিবার গুলো গড়ে উঠে আল কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত নীতিমালা ও হুকুম-আহকামের আলোকে।

ইসলামী পরিবার ইসলামের হুকুম-আহকাম অনুশীলনের এক অনবদ্য ব্যবস্থাপনা। এখানে সবাই সবার হকের ব্যাপারে সচেতন।

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য প্রত্যক্ষ নির্দেশ, কুরআনুল কারীম ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশনা থেকে ‘‘পিতা-মাতার হক’’ বিষয়টি স্পষ্টত প্রমাণিত হয়।

ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান

মানবগোষ্ঠীর প্রথম ও প্রধান ফরজ দায়িত্ব হলো আল্লাহর উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রকাশ করা।এরপরই শুরু হয় পারিবারিক কর্তব্য পালন।ইসলামে মহান আল্লাহর পরই পিতা-মাতার অবস্থান।

পিতা-মাতার উঁচু মর্যাদা,অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে কুরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল কুরআনে আল্লাহর হকের পাশাপাশি পিতা-মাতার হকের কথা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- (إسراء 23-24

“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল’। ‘আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে

আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন''। (সূরা বনী ইসরাঈল১৭: ২৩-২৪)।

আল কুরআনের এ দুটি আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ***মানুষের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো পিতা-মাতার। মহান আল্লাহর একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে,পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো।*** এর গুরুত্ব সম্পর্কে আল কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই''। (সূরা লোকমান ৩১: ১৪)

এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনে বার বার আল্লাহর ইবাদাতের পর পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। পিতা-মাতা প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার যে নির্দেশ সন্তানকে দেয়া হয়েছে তাকে যদি কেউ গুরুত্বহীন মনে করে কিংবা হালকাভাবে গ্রহণ করে তাহলে ইসলামের সঠিক পথ থেকে সে ছিটকে পড়বে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হবে। পিতা-মাতাকে সম্মান করা এবং তাঁদের ভরণপোষণ দেয়া ইবাদতের অংশ।

আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব।

হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ “সময় হলে সালাত পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।” [মুসলিমঃ ৮৫]

●{{আল্লাহর পরে পিতা-মাতার অবস্থান নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আয়াতে আল্লাহ ও নবীজি (ﷺ)এর বিষয়ে থাকলেও এখানে যে আয়াত রয়েছে, তার ব্যাখ্যানুসারে আল্লাহর পরে পিতা-মাতার অবস্থান দেওয়া। একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবেসে পিতা-মাতার হক আদায় করতে হবে।}}

পিতা-মাতার গুরুত্ব

শুধুই পবিত্র কোরআনে কারিমে নয়; অসংখ্য হাদিসে হজরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্তানদেরকে পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নবীজি (ﷺ) পিতা-মাতার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ

অর্থঃ **“পিতা-মাতা তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম।’’** [ইবনে মাজাহ,মিশকাত]

এ হাদীসের তাৎপর্য হলো,কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁদের সাথে সুন্দর ও আনুগত্য পূর্ণ আচরণ করে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর নির্মাণ করতে পারে। অপরদিকে তাঁদের হক পদদলিত করে তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের রাস্তা খুলেও যেতে পারে।

একটি আয়াতে وَقَضَى رَبُّكَ ‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন’। এই আদেশের অর্থ ‘চূড়ান্ত ফয়সালা ’। কেননা আল্লাহর ইবাদতের ফয়সালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফয়সালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন বা নড়চড় নেই।

পিতা-মাতার গুরুত্ব এতো বেশি যে,তাঁরাই হতে পারেন সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের নাজাতের উসিলা।

পিতা-মাতা হলেন ইসলামী পরিবারের মূল কাঠামো

পরিবার হল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ইউনিট। ইসলামী পরিবার একটি মূল ও স্থায়ী সংস্থা। আর এই ইসলামী পরিবারের মূল ভিত্তি হলো পিতা-মাতা।

১) পিতা হলেন পরিবারের আমীরঃ

ইসলামী সমাজ হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাজ। যা আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে যার দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক সংস্থা। যা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি নিয়ে গঠিত। এই সংস্থা বা সংগঠন পরিচালিত হয় মূলত পিতার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ **"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল"**। (সূরা নিসা৪ :৩৪)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

"পুরুষ হল তার পরিবারের দায়িত্বশীল''। [বুখারী/৭১৩৮; মুসলিম/১৮২৯; মিশকাত/৩৬৮৫]

অতএব পিতা হ'লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক বা শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে। তার আদেশই সর্বদা শিরোধার্য হবে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে।

পিতা হবেন পরিবার প্রধান এবং মা হবেন গৃহকর্ত্রী। প্রয়োজন মত পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে তারা পরিবার পরিচালনা করবেন। কেননা আল্লাহ বলেন,ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ **“জরুরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর”**। (সূরা আলে ইমরান৩ :১৫৯)

২)মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিকঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, “তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী’’। [বুখারী/৫৯৭১; মুসলিম/২৫৪৮; মিশকাত/৪৯১১]

অন্য এক বর্ণনায় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, “তুমি তোমার মায়ের সেবা কর। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا কেননা জান্নাত তাঁর দু’পায়ের নীচে’’। [নাসাঈ/৩১০৪]

৩) পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টিঃ

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

ِرِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ

“পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ’’। [তিরমিযী/১৮৯৯; মিশকাত/৪৯২৭]

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ

“পিতা হ’লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার’’। [আহমাদ/২৭৫৫১; তিরমিযী/১৯০০; ইবনু মাজাহ/২০৮৯; মিশকাত/৪৯২৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলা হ’লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا “তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম’’। [সহীহ/৯১৯]

ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

পিতা-মাতার হক

আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে সন্তানের প্রতি ছয়টি উপদেশ প্রদান করেন।

১. وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحسٰنًا পিতা-মাতার সাথে সদা সদ্ব-ব্যবহার করো:

যে–মা দশ মাস দশ দিন নিজের গর্ভে ধারণ করে আমাদেরকে এই পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একদম ছোট থেকে নিয়ে যে–অবস্থায় আছি, এই অবস্থায় নিয়ে আসার পেছনে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

অবুঝ থাকা অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে দিতাম। কিন্তু মা সানন্দের সহিত তা পরিষ্কার করতেন। প্রচন্ড শীতের সময় যখন প্রস্রাব করে দিতাম, মা ওই প্রস্রাব করা জায়গায় নিজে শায়িত হয়ে আমাকে–আপনাকে শুকনো জায়গায় শুয়াতেন। এমন মাতা-পিতার প্রতি সবসময়–সর্বাবস্থায় সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন। ভালো ব্যবহার করতে বলেছে।

২. فَلَا تَقُل لَهُما أُف তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না:

যখন মাতা–পিতা বার্ধক্যে(বৃদ্ধবস্থায়) উপনীত হয়, তখন তারা ছোট শিশুর মতো আচরণ করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বায়না করে। বিভিন্ন দাবি–দাওয়া করে। তখন আমরা তাদের এই দাবি-দাওয়া শুনে, তাদের এই বায়না শুনে উফ শব্দটি বলবো না। যাতে

তারা উফ শব্দটি শুনে তাদের হৃদয় ব্যথিত না হয়। যাতে তারা কষ্ট না পায়। কেননা যখন আমরা শিশু পেয়েছিলাম তখন আমাদের দাবি-দাওয়ার শেষ ছিল না। কিন্তু মাতা পিতা এই দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য অফুরন্ত চেষ্টা করেছিলেন। কখনো বিরক্ত হতেন না।

কথিত আছে, একবার এক বৃদ্ধ পিতা তার সন্তানের কাছে শিশুদের মত বায়না করত। সন্তানটি তার পিতার শিশুসুলভ আচরণে বিরক্ত হয়ে যায়। সেটি বৃদ্ধ পিতা উপলব্ধি করতে পারে। সে একবার তার সন্তানকে নিয়ে একটি বল সহ পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়।বৃদ্ধ লোকটি বলটিকে নিচে নিক্ষেপ করল ছেলেটি গিয়ে বলটিকে নিয়ে আসল। বৃদ্ধ লোকটি বলটি পুনরায় ছুড়ে মারলো পাহাড়ের নিচে। সন্তানটি পুনরায় বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসলো।

এভাবে পুনরায় করতে থাকায় সন্তানটি অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি এটি উপলব্ধি করতে পেরে হেসে বলল, যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন তুমি এ পাহাড়ের চূড়ায় থেকে বল নিক্ষেপ করতে; আর আমি প্রতিবারের মত বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি কখনো বিরক্ত হইনি।(এই গল্পটি আরিফ আজাদ ভাইয়ের লেখিত বইয়ে(মা মা মা ও বাবা) পড়েছি।

৩.وَلَا تَنْهَرْهُمَا তাদেরকে ধমক দিও না:

যেখানে উফ শব্দটি বলা পর্যন্ত নিষেধ সেখানে ধমক দেওয়া তো দূরের কথা। এরপরেও আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকের এরশাদ ফরমান, তোমরা তাদেরকে ধমক দিও না। কারণ কিছু হতভাগা সন্তান আছে, যারা মাতা-পিতাকে কথায় কথায় ধমক দেয়। পিতা-

মাতার প্রতি অসন্তুষ্টি দেখায়। আল্লাহ তাআলা এটি জানেন। তাই উফ শব্দ বলা বারণ করা সত্ত্বেও পুনরায় ধমক দিয়ে কথা বলার জন্য নিষেধ করেছেন।

কথিত আছে, এক সন্তান তার পিতাকে মারতে মারতে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর লোকটি তার সন্তানকে বলল,তুমি থামো! কেননা আমি–ও আমার পিতাকে মারতে মারতে এতোটুক পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। আমরা আমাদের মাতা-পিতাকে কখনো ধমক দিয়ে কথা বলবো না। আমাদের স্বরকে তাদের স্বরের নিচে রাখবো।

৪. وَقُل لَهُما قَولًا كَرِيمًا **এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা:**

তাদের সাথে নম্র আচরণ করো।তাদের সামনে কখনো নিজেকে কঠোর করিও না। কেননা তোমার উপর তোমার পিতা–মাতার সন্তুষ্টি তো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আর যদি তোমার উপর তোমার পিতা–মাতা নারাজ থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ও তোমার উপর নারাজ থাকবে।

৫. وَاخفِض لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحم **তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও:**

মাতা-পিতার সামনে নিজেকে এমন ভাবে উত্থাপন করো, যেন তুমি তাদের কাছে দুর্বল। তাদের কথার উপর কথা বলার সামর্থ্য টুকু নেই।

৬. وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّيانى صَغيرًا **বল, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন:**

এটি মাতা পিতার জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে। কেননা, তারা শৈশবে আমাদের জন্য খুব কষ্ট করেছেন। আমরা তাদের বিন্দুমাত্র ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে উভয়ের জন্য দোয়া করতে পারব। তাদের উভয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করতে পারব।

দলিল: (সুরা বনী-ইসরাঈলঃ ২৩ ও ২৪)

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের দুটি পর্যায়

ইসলামী সমাজের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করে সন্তান। মানবসন্তান পৃথিবীতে আসার,বেড়ে ওঠা, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার ভূমিকাই মুখ্য।সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই পিতা-মাতাকেন্দ্রিক।

আল কুরআন ও হাদীসে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রতি সন্তানকে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে তা মোটামুটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত।

কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় জীবদ্দশায়। আর অবশিষ্ট দায়িত্বসমূহ তাঁদের ইন্তিকালের পরে পালন করা সন্তানের নৈতিক দায়ে পরিণত হয়।

সন্তানের কাছে মাতা-পিতার প্রাপ্য অধিকারই তাদের হক। সৃষ্টি জগতে মানুষের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হচ্ছে পিতা-মাতা। তাই পিতা-মাতাই তার সর্বাপেক্ষা আপনজন।পিতা-মাতার প্রতিই সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক। সন্তানের জন্য অবধারিত পিতা-মাতার প্রতি অবশ্য পালনীয় এসব দায়িত্ব কর্তব্যই পিতা-মাতার হক রূপে আখ্যায়িত হয়।

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান- সন্ততি তাঁদের পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাঁদের প্রতি যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তা হলো ———

১) সদাচরণ করাঃ

মা-বাবার প্রতি সদাচার একটি মহান মানবিক হক। যার মতো গম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ হক আর নেই। সন্তানের সদাচরণের প্রথম ও প্রধান হকদার পিতা-মাতা। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করাকে মহান আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِ نْسَا نَ بِوَا لِدَيْهِ حُسْنًا

“আমি মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি”। (সূরা আনকাবুত ২৯ : ৮)।

তিনি আরও বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير-

“আর আমি মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। মনে রেখ, তোমার প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই”। (সূরা লোকমান ৩১: ১৪)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا-

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস"। (সূরা আহক্বাফ ৪৬: ১৫)

২) আনুগত্য করাঃ

মহান আল্লাহর পর পিতা-মাতাকে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে।তাঁদের আনুগত্য করা ফরজ।তবে আল্লাহর নাফরমানী কাজে নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

"আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার পিতা মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।" (সূরা আনকাবূত ২৯: ৮)

৩) বার্ধক্যে বিশেষ সেবা করাঃ

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব।কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সঙ্গ চায়।সব দিক থেকেই তার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হয়।পিতা-মাতার বার্ধক্যে সন্তান তাঁদের অধিকতর সেবা করবে।তাঁদেরকে তিরস্কার

করবে না।তাঁদের বৃদ্ধসুলভ কথাবার্তা ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়াতে বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

“পিতা-মাতার মধ্য হতে একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভৎর্সনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।” (সূরা বনী ইসরাঈল১৭ :২৩)

এ ব্যাপারে নবীজি (ﷺ) বলেছেন,

“সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলিন হোক, তারপর ধুলিমলিন হোক , তারপর ধুলিমলিন হোক ”, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে ? রাসূল বললেনঃ “যে পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল তারপর জান্নাতে যেতে পারল না”। (মুসলিমঃ ২৫৫১)

৪) ব্যয় নির্বাহ করাঃ

পিতা-মাতা নিজেদের ব্যয় নির্বাহ ও ভরণ-পোষণে অক্ষম হলে,সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার ব্যয় নির্বাহ ও ভরণ-পোষণের অর্থ সরবরাহ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَسْـئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَا لِدَيْنِ وَا لْاَ قْرَبِيْنَ وَا لْيَتٰمٰى وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِ نَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"তোমাকে লোকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, সৎকাজে যা-ই ব্যয় কর, তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের

প্রাপ্য। তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা বাকারা ২: ২১৫)

আমর বিন শু'আইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ

"তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর"। (আবুদাউদ/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ/২২৯১; মিশকাত/৩৩৫৪)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

"নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ'ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ"। (তিরমিযী,১৩৫৮)

৫) আহ্বানে সাড়া দেওয়াঃ

পিতা-মাতা যখন কোন কারণে সন্তানকে ডাকেন, তবে তাঁদের ডাকে সাড়া দেওয়া সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

একদা সাহাবী জারীহকে তাঁর মা ডাকেন, যখন তিনি নামাজরত ছিলেন। কিন্তু, তিনি নামাজ অব্যাহত রাখেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা জানতে পারলেন, তিনি বললেন, "যদি জারীহ জানত যে, মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া আল্লাহ তায়ালার কাছে নামাজ পড়া থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানব জীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব এতো বেশি যে,তাঁদের প্রতি কেবল জীবিত অবস্থায় কর্তব্য পালন করলেই হয় না, বরং তাঁদের মৃত্যুর পরেও সন্তানের দায়িত্ব হলো বিশেষ কিছু কর্তব্য পালন করা। তা হলো ———

১) <u>মাগফিরাত কামনা করাঃ</u>

পিতা বা মাতা বা উভয়েই ইন্তিকাল করেন,তবে সন্তানের কর্তব্য হলো তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সন্তানদের এ দুআ শিখিয়েছেন।তিনি বলেন,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

"হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে" ।(সূরা ইবরাহীম ১৪: ৪১)।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

"হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল১৭ : ২৪)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হ'ল?

তিনি বলবেন, بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে’’। (আহমাদ/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ/৩৬৬০; মিশকাত/২৩৫৪)

এক সাহাবি (রা.) রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)! আমার পিতা-মাতা ইন্তেকালের পরেও কি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে?’ তখন নবীজি (ﷺ) বললেন, “হ্যাঁ, আছে। তা হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করা, তাঁদের শরিয়তসম্মত অসিয়তগুলো আদায় করা, তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলো পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণের শামিল।” (আবু দাউদ)

এজন্য সন্তানকে সর্বদা দুআ করতে হবে।

২) ঋণ পরিশোধ করাঃ

দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকালীন সময়ে বাবা-মা কোনো ঋণ করার পর তা পরিশোধ করার আগে মারা গেলে সন্তানের জন্য আবশ্যক বাবা-মার ঋণ পরিশোধ করা। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।” (ইবনে মাজাহ)

৩) পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখাঃ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের অবশ্য কর্তব্য হলো তাঁদের বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবীজি (ﷺ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّى

"সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা"। (মুসলিম/২৫৫২; মিশকাত/৪৯১৭)

এতে বুঝা যায় যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান পিতার বন্ধুর কাছেও সদ্ব্যবহার পেয়ে থাকে। আর পিতার বন্ধুও তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করে থাকেন। এভাবেই সে সমাজে সম্মানিত হয়।

৪) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারঃ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের অবশ্য কর্তব্য হলো তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, "তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর"। (তিরমিযী/১৯০৪; মিশকাত/৪৯৩৫)

বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন,الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ 'খালা হলেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'। (বুখারী/২৬৯৯; মিশকাত/৩৩৭৭)

একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 'অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার কর'। (মিশকাত/৪৯১১)

বাবা-মার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে বিশ্বনবি (ﷺ) বলেছেন-مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ،فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَه 'যে ব্যক্তি তার বাবার সঙ্গে কবরে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে, সে যেন বাবার মৃত্যুর পর তার ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।' (ইবনে হিববান)

৫) ওসিয়ত পূরণ করাঃ

পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সম্পদ দিয়ে তাঁদের ওসিয়ত পূরণ করা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমনকি ওসিয়ত পূরণ না করে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদের মিরাস বণ্টন করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَ يْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآ رٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ

“কৃত ওসিয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়,এ হল আল্লাহর বিধান।” (সূরা নিসা৪ :১২)

পিতা-মাতা যদি ইসলামি শরিয়ত সম্মত কোনো ওসিয়ত করে যান তবে তা পূরণ করা সন্তানের ওপর আবশ্যক।

হাদিসে এসেছে-হজরত শারিদ (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁর মা তাঁকে তাঁর (মায়ের) পক্ষ থেকে একজন মুমিন দাসী আজাদ করার জন্য ওসীয়ত করে যান। তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা (তাঁর মৃত্যুর সময়) তাঁর পক্ষে একজন মুমিন দাসী আজাদ করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। এখন আমার কাছে হাবশের 'নূবিয়্যা' অঞ্চলের একজন দাসী আছে। এরপর আগের হাদিসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তাহলো-‘তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আস। রাবি বলেন, তখন আমি তাকে নিয়ে আসি। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন- আল্লাহ কোথায়? সে বলে, আসমানে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন- আমি কে? সে বলে, আপনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)।তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘তাকে আজাদ করে দাও। সে মুমিন।’ (আবু দাউদ)

৬) দান ও সদকাঃ

জীবিত ব্যক্তির দান-সদকা মৃত ব্যক্তিকে উপকৃত করে। আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে বলেন, ‘আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি সম্পদ রেখে গেছেন,

তবে কোনো অসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তার জন্য সদকা করি, তবে কি তার পাপ মার্জনা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ।' (সহিহ মুসলিম : ৪০০১)

অর্থাৎ মাতা-পিতার জন্য সন্তান যেকোনো নেক আমল করবে তা তাদের সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে।

৭) কবর জিয়ারত করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিয়মিত মদিনার 'বাকি' কবরস্থান জিয়ারত করতেন। মৃত আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও সাহাবিদের জন্য দোয়া করতেন। চলার পথে কোনো কবর বা কবরস্থান পড়লেও মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, 'নবীজি (ﷺ) মদিনার একটি কবরস্থান অতিক্রম করার সময় তার দিকে ফিরে বলেন, 'হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাফ করে দিন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আমরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসারী।' (সুনানে তিরমিজি: ১০৫৩)

অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

দুর্ভাগ্যক্রমে কারো পিতা-মাতা যদি অমুসলিম হয় তা সত্ত্বেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর'। (বুখারী/৩১৮৩; মুসলিম/১০০৩; মিশকাত/৪৯১৩)

পিতা-মাতা যদি শিরক করার জন্য নির্দেশ দেয় বা চাপ প্রয়োগ করে, তাদের নির্দেশ মানা যাবে না।তবে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا **"আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে"**। (সূরা লোকমান৩১ :১৫)।

এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা।অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

ঘটনা

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ

‘অতএব আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে’ (আহমাদ/১৬১৪)।এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ’ল, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ’ল,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে”। (সূরা আনকাবূত২৯ :৮)

অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে।

যেমন ছিল সাহাবায়েগণ পিতা-মাতার হক আদায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল

আমাদের পূর্বসূরি সাহাবায়েগণ মা-বাবার প্রতি সদাচারের অনন্য উপমা পেশ করেছেন।তাঁরা মা-বাবার অনুগ্রহের সামনে নিজেদের সদাচারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন।

■ মদীনায় হাজারো খেজুর গাছ ছিল। **উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)** নির্দিষ্ট একটি খেজুর গাছের মজ্জা কেটে আনলেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমার মা এটা আমার কাছে চেয়েছেন। আমার সাধ্যের মধ্যে মা যা চান আমি করে দিই।"

■ **আবু হুরায়রা (রা.)** ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে মাকে বলতেন, "মা আপনার উপর শান্তি ও রহমত নাযিল হোক।

মা বলতেন, তোমার উপরও শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

তিনি বলতেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন যেমন আপনি আমাকে রহম করে ছোট বেলায় লালন-পালন করেছেন।

মা বলতেন, তোমার প্রতিও আল্লাহ রহম করুন যেমন তুমি আমার সঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে সদাচার করছ।"

■ **সাঈদ ইবনে সুফিয়ান সাউরী রাহ.** বলেন, "আমি বাবার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি নফল নামায পড়া অবস্থায় আমাকে ডাকলে আমি নামায ছেড়ে দিই।"

■ **আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)** ইয়েমেনের এক লোককে দেখলেন, মাকে কাঁধে বহন করতে। মাকে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ করতে করতে বলছিল,

"আমি মাকে বহন করা অনুগত উট।

তাঁর উট আতঙ্কিত হলেও আমি আতঙ্কিত হই না।

আল্লাহ আমার রব, মহা পরাক্রমের অধিকারী।

মা আমাকে যতদিন গর্ভে ধারণ করেছেন তার চেয়েও বেশি আমি তাঁকে বহন করেছি।

হে ইবনে উমর, তোমার কী মনে হয়, আমি তাঁর প্রতিদান দিতে পেরেছি?

তিনি বললেন, না, জন্মের সময় তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও দিতে পারনি।"

■ **রাসূলুল্লাহ (ﷺ)** একদিন তাঁর সাহাবীদের সাথে আলাপ করছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নবীজি বৃদ্ধাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর গায়ের চাদরটি মাটিয়ে বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। তারপর অত্যন্ত দরদ দিয়ে বৃদ্ধার

সাথে কথাবার্তা বললেন। বৃদ্ধা চলে গেলে সাহাবীরা বিস্মিত হয়ে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন,‘ কে এই মহিলা যার জন্য আপনার এতো দরদ, এতো আন্তরিকতা?'

নবীজি (ﷺ) উত্তরে বললেন, “তিনি আমার দুধমাতা হালিমা। যিনি আমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তিনি আরো জানালেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরেই মায়ের স্থান এবং মায়ের পায়ের নিচেই সন্তানের বেহেশত।” (আবু দাউদ)

আধুনিক যুগে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের আচরণ

বর্তমান যুগে সন্তানেরা পুরোপুরি পিতা-মাতার হক আদায়ে ব্যর্থ। তারা হক তো আদায় করেই না বরং নিকৃষ্টের মতো আচরণ করে।

সময়ের আবর্তনে বার্ধক্য উপনীত পিতা-মাতা যখন সন্তানের মুখেপেক্ষী, তখন সন্তান পিতা-মাতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছো l অন্যান্যদের সাথে ঠিকই ভালো ব্যবহার করছে আর পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা ভুলে গেছে, তাঁদের সেবাযত্ন করাকে বোঝা মনে করে l তাঁদের জীবিত থাকাকে আপদ মনে করে l

এ কথা সবার ভালোভাবে জানা থাকা দরকার যে, "***তাদের সন্তানই তাদেরকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা করবে, যারা তাদের মা -বাবাকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা করবে***'l

আর যারা পিতা-মাতার নাফরমান হয়, তারা ভবিষ্যতে নিজ সন্তান থেকেও শ্রদ্ধা ভালোবাসা পাবে না।

পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহারঃ

আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ হলো, "তোমরা তোমাদের পিতা ও পিতামহের সাথে কখনও বেপরোয়ামূলক আচরণ করবে না। পিতা-মাতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচরণ করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজি (ﷺ) বলেন: “হে মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা সাথে সদাচরণ কর, যাতে তোমাদের সন্তানেরাও তোমাদের সাথে সদাচারণ করে”।

ঠাঁই হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমেঃ

বর্তমান যুগে ছেলে মেয়েরা পিতা-মাতার খেদমত করতে চায় না।তারা তাদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়।

বর্তমান বাংলাদেশে এসব ঘটনা খুব অহরহ ঘটেই চলেছে।

পিতার কবর দাফন না করেই সম্পত্তি ভাগঃ

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, সন্তানেরা বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পত্তি ভাগ করায় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবার খাটিয়া এক পাশে অনবরত কয়েক দিন পরেই থাকে। অথচ সন্তানের উপর দায়িত্ব ছিল পিতার দাফনের সকল ব্যবস্থা করা।

ইসলামী জ্ঞান না থাকাঃ

বর্তমান সময়ের ছেলে মেয়েদের ইসলামী জ্ঞানার্জনে কোন আগ্রহ নেই। যার দরুন তারা পিতা-মাতার হক আদায় করতে জানে না। পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও তাদের সন্তুষ্টিতে তাদের জন্য কি প্রতিদান অপেক্ষা করছে, সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অজ্ঞ।

বর্তমান সময়ে পিতা-মাতার প্রতি আদব সমূহ

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের স্বাভাবিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক। তাদের সাথে যেমন সদাচরণ করতে হবে, তেমনি তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। সেই সাথে তাদের সাথে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে।

পিতা-মাতার সাথে যেসব আদব পালন করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১) পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করাঃ

পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়াতে আসে এবং তারাই সন্তানকে শৈশবে অকৃত্রিম স্নেহে লালন-পালন করে। তারা শৈশবে প্রতিপালন না করলে কোন সন্তানেরই সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা সম্ভব হ'ত না। তাই তাদের সাথে আদবের অন্যতম দিক হচ্ছে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

২) তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা এবং তাদেরকে আদবের সাথে ডাকাঃ

পিতা-মাতা প্রত্যেক মানুষের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে এবং তাদের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، **“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট**

বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল"। *(সূরা বনী ইসরাঈল১৭: ২৩)*

৩) তাদের অনুমতি ব্যতীত সফর না করা।

পিতা-মাতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। সন্তান কখনো তাদের চোখের আড়াল হলে তারা চিন্তিত থাকেন। এজন্য সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে কোথাও গেলে তাদেরকে জানিয়ে এবং তাদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যাওয়া।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদে অংশগ্রহণের বায়'আত করতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে প্রতিদান কামনা করি। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মাতা-পিতার কেউ কি জীবিত আছেন? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়েই। তখন তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর নিকটে প্রতিদান কামনা কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং সর্বদা তাদের সাথে সদাচরণ কর"। [মুসলিম/২৫৪৯; মিশকাত/৩৮১৭]

৪) রাগান্বিত হয়ে তাদের মুখোমুখী না হওয়াঃ

পিতা-মাতার সাথে শালীনতা বজায় রাখার অন্যতম দিক হচ্ছে, তাদের সাথে রাগান্বিত হয়ে কখনও কথা না বলা।

৫) পিতা-মাতার খেদমত করাঃ

পিতা-মাতা সন্তানের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তারাই শৈশবে সন্তানকে অকৃত্রিম যত্নে প্রতিপালন করেছে। তাই বড় হয়ে তাদের খেদমত করা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবীজি (ﷺ) এর নিকট এসে জিজ্ঞাস করলো, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন "তোমার পিতা মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ আছে। নবীজি (ﷺ) বললেন, তবে তাঁদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ কর। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত কর"। (বুখারী)

৬) পিতা-মাতার নাম ধরে না ডাকাঃ

পিতা-মাতা সন্তানের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা কর্তব্য। আর এমন কোন কাজ উচিত নয়, যাতে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন তাদের নাম ধরে ডাকা। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِيْ. فَقَالَ: لاَ تُسَمِّهِ بِاِسْمِهِ، وَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

'আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না'।

৭) পিতা-মাতাকে গালি দেওয়ার উপলক্ষ তৈরী না করাঃ

পিতা-মাতা অপমানিত হয় এমন কোন কাজ করা এবং যেসব কাজের কারণে তাদেরকে গালি দেওয়া হয় তদ্রূপ কোন কাজ করা যাবে না। এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّه-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, "কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হ'ল নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া। তারা (ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজের পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়"।

৮) কাউন্সেলিং জরুরীঃ

ঘরে ঘরে ইসলামী দাওয়াহ, দ্বীনের উপর কাউন্সেলিং করা খুবই জরুরী।বর্তমান যুগের সন্তানদের পিতা-মাতার হক ও তা পরিপূর্ণ ভাবে আদায়ের উপর কাউন্সেলিং করা অবশ্যকীয়।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও পরিণাম

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো পিতা-মাতার অবাধ্যতা।

১) <u>জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে নাঃ</u>

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের প্রতি আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না। অসংখ্য হাদিসে বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন,

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি"। (জামিউস সাগীর৬/ ২২৮)

তিনি আরও বলেছেন,

"তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি"। (জামিউস সাগীর৩/ ৬৯)

২) কবীরা গুনাহঃ

পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে সন্তান কবীরা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। নবী কারীম (ﷺ) যে ব্যাপারে বলেছেন-

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبائِرِ قُلْنا: بَلَى يا رَسولَ اللهِ، قالَ: الإشْراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقالَ: ألا وقَوْلُ الزُّورِ.

“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের কথা বলব না?

একথাটি তিনি তিনবার বলেন।

সাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, তিনি হেলান দেওয়া ছিলেন, বসে বললেন, সাবধান! আরেকটি হল, মিথ্যা বলা।” -(বুখারী/ ২৬৫৪;মুসলিম/ ৮৭)

৩) পৃথিবীতে থাকাকালে শাস্তি আস্বাদন শুরুঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তির সকল গুনাহ মাফ করলেও পিতা-মাতার হক বিনষ্টকারীকে ক্ষমা করেন না। বরং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করার জন্য দুনিয়াতে বা মৃত্যুর পূর্বেও আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

"মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সব গুনাহই ক্ষমা করে থাকেন, একমাত্র পিতা-মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ব্যতীত। এ ধরনের গুনাহগারদের মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে।" (বায়হাকি)

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণে কতিপয় সওয়াব

পিতা-মাতার প্রতি ইহসান সুলভ আচরণে মহান আল্লাহ নিজেই সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন।

১) জান্নাত লাভের সওয়াবঃ

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জাহাম সুহামি নবীজি (ﷺ)-এর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "যাও, তোমার আম্মার সেবা করো।" কিন্তু তিনি জিহাদে যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে থাকলে তিনি বললেন, *"হায় আফসোস! তোমার মার পা ধরে থাক। ওখানেই তোমার জান্নাত।"* – (ইবনে মাজাহ)

কতই না সৌভাগ্যবান সে সন্তান, যার বাবা-মা কিংবা সে দুনিয়া ছেড়েছে মা-বাবা সন্তুষ্ট অবস্থায়। কতই না ভাগ্যবান, কতই না নির্মল তার জীবন। ইয়াস ইবনে মুআবিয়ার মা ইন্তেকাল করলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা ছিল। মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল।'

২) কবুল হজের সওয়াবঃ

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, "যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।" (বায়হাকি)

৩) সাদকাহ করার সওয়াবঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "হালাল উপার্জন দিয়ে পরিবারের জন্য যেই ব্যয় নির্বাহ করা হয় তা আল্লাহ্‌র নিকট সদকা হিসেবে বিবেচিত হয়।"

৪) দীর্ঘায়ু জীবন লাভঃ

আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি নিজের হায়াত দীর্ঘায়িত এবং প্রশস্ত রিযক কামনা করে, তাহলে সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।" (আহমদ)

হযরত মুয়াজ বিন আবাস (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত দীর্ঘায়িত করবেন।"

৫) <u>উত্তম ইবাদতঃ</u>

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার নিকট পিতা-মাতা সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার চাইতে অধিক প্রিয় আর কোনো আমল হতে পারে তা আমার জানা নেই।'

৬) <u>মৃত্যুবরণ করতে সহায়কঃ</u>

যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তার মৃত্যুকে সহজ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তা হল, দুর্বলদের প্রতি দয়া, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দাস-দাসীদের (চাকর চাকরাণীদের) প্রতি ভাল আচরণ।" (বায়হাকী)

পিতা-মাতার প্রতি নিত্য প্রয়োজনীয় দুআ

দুনিয়ার জীবনে সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাবা-মা। যার বাবা-মা বেঁচে নেই দুনিয়তে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অসহায়। বাবা-মার অভাব কখনো ধন-সম্পদ দিয়ে হয় না। বাবা-মার অভাব পূরণে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনাও চলে না। সে কারণেই বাবা-মার জীবিত থাকুক আর না থাকুক তাদের জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দুআ করার বিকল্প নেই।

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বাবা-মার জন্য বিশেষ ৩টি দুআ উল্লেখ করেছেন। বাবা জীবিত থাকুক আর না থাকুক, তাদের জন্য সব সময় কুরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো জরুরি। এসব দুআ গুলো হলো-

১) رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ : **"(হে আমাদের) পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"** (সুরা বনি ইসরাইল: ২৪)

২) رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَاب

অর্থ : **"হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার বাবা-মাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।"** (সুরা ইবরাহিম: ৪১)

৩) رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًۢا

অর্থ : **“হে আমার রব! আমাকে, আমার বাবা-মাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন আর আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।”** (সুরা নুহ: ২৮)

পিতা-মাতার সাথে যদি সদ্ব্যবহার না করা হয়, তাঁদের আনুগত্য না করে, তাঁদের মৃত্যুর পর সন্তান নিজের ভুল বুঝতে পারলে, তাকে পিতা-মাতার জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্তানের দুআ করার প্রতিদান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

“যদি কোন ব্যক্তি আজীবন পিতা-মাতার নাফরমানী করে এবং তার পিতা-মাতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার উচিত অব্যাহত ভাবে পিতা-মাতার জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। ফলে আল্লাহ নিজ রহমতে তাকে পুণ্যবান লোকদের মধ্যে লিখে দেন।”

বিভিন্ন সময়ে কতক নবীগণের দুআ

১) ইয়াহইয়া (আ.) ও তাঁর পিতা-মাতাঃ

“হে ইয়াহইয়া! তুমি কিতাবটিকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছি। আর আমার পক্ষ থেকে তাকে স্নেহ মমতা ও পবিত্রতা দান করেছি এবং

সে মুত্তাকী ছিল। আর সে ছিল তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারী, আর ছিল না অহংকারী, অবাধ্য।” (সূরা মারাইয়াম১৯ : ১২-১৪)

২) ঈসা (আ.) ও তাঁর মাঃ

শিশুটি বলল, “আমি তো আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আর যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও জাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহংকারী, অবাধ্য করেন নি।” (সূরা মারইয়াম১৯ : ৩০-৩২)

৩) হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দুআঃ

“হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! কবুল করুন আমার দো’য়া। হে আমাদের রব, রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দিন।”

(সূরা ইবরাহীম১৪: ৪০ ও ৪১)

শেষ কথা

সন্তান তাঁর পিতা-মাতার হক আদায় করবে, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, বার্ধক্যে উপনীত হলে সেবা যত্ন করবে, মৃত্যুর পরে তাঁদের ঋণ পরিশোধ, কাফফারা আদায়, ক্ষমা প্রার্থনা ও দান সাদকাহ করবে, তার এরূপ কাজের প্রতিদান মহান আল্লাহ নিজে দিবেন।তাই তো মহান আল্লাহ তা'আলা নিজে ঘোষণা করেছেন,

ُهَلْ جَزَآءُ الْاِ حْسَا نِ اِلَّا الْاِ حْسَا ن

"উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম পুরস্কার ছাড়া কী হতে পারে?" (সূরা আর রহমান৫৫: ৬০)

দুনিয়াতে যেসব জিনিস মানুষের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে তার মধ্যে একটি হল, মা-বাবাকে জীবদ্দশায় পাওয়া। যেন তাঁদের প্রতি সদাচারের ঝরনা থেকে পানি পান করতে পারে। তাঁদের স্নেহ তৃপ্তিভরে পান করতে পারে। তাঁদের সন্তুষ্টির ছায়া লাভ করতে পারে। দুনিয়ার পরিবেশ ও ক্ষয়মান চাকচিক্যে তাঁরা সন্তানের জন্য ঢালস্বরূপ। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনা ও ঝামেলার সময় তাঁরা সন্তানের স্নেহপূর্ণ আশ্রয়স্থল।

আমাদের সবারই উচিত পিতা-মাতার হক পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা। পরবর্তীতে নিজের সন্তানেরা যেন তার পিতা-মাতা তথা আমাদের প্রতি দায়িত্ববান হয় সেভাবে গড়ে তোলো। দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া। পিতা-মাতার হক আদায়ের ব্যাপারে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই।।